দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

বৃত্তির অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

অবৈধ ভর্তি বাণিজ্যের সাথে গভর্নিং বডির কিছু সদস্য জড়িত ঃ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

॥ আবুল খায়ের ॥

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মজিবুর রহমান হাওলাদারকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও অপর একটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা এই মর্মে তথ্য-প্রমাণ পেয়েছেন যে, অবৈধভাবে ভর্তি বাণিজ্যে একটি সিন্ডিকেট কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে গভর্নিং বডির কতিপয় সদস্য ও প্রভাবশালী শিক্ষক সরাসরি জড়িত। কোচিং সেন্টারে ছাত্রীদের পড়াতে বাধ্য করার তথ্যও জানান কতিপয় অভিভাবক। ছাত্রীদের বৃত্তির প্রায় অর্ধ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। একটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করে জানতে পেরেছে যে, ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা প্রদান না করে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে তা আত্মসাৎ করে আসছে। এই টাকা দিয়ে কতিপয় শিক্ষকের শিক্ষা সফরের নামে বিদেশ ভ্রমণের কথাও জানতে পেরেছেন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা। গোয়েন্দারা অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা অভিনব কায়দায় আত্মসাৎ করারও তথ্য-প্রমাণ পান। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট (২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ভিকারুননিসা নূন স্কুল

বৃত্তির অর্ধকোটি

(প্রথম পৃঃ পর)

কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোন প্রতিকার হয়নি। অভিভাবকদের অভিযোগ, বৃত্তির টাকা ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের সংশ্লিষ্ট শাখায় আসার পরও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা টাকা উঠানোর জন্য ঐ শাখায় গেলে বলা হয় টাকা আসেনি। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মাসের পর মাস তাদের ঘোরানো হয়। এরপর যথারীতি ঐ সকল ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে এই কলেজ থেকে বের হয়ে যায়। পরে ঐ সব ছাত্রী কিংবা তাদের অভিভাবক বৃত্তির টাকার জন্য আর আসেন না। বৃত্তির টাকা নিয়ে হয়রানি ও মাসের পর মাস অপেক্ষা করার কারণে সিংহভাগ ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকেরা বৃত্তির টাকা উঠানোর কথা ভুলেই যান।

বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থায় কোচিং করানো হয়। এর জন্য প্রতি ছাত্রীকে নির্ধারিত হারে টাকা দিতে হয়। এই টাকার মধ্যে অধ্যক্ষ ৩.৮৮ ভাগ ও সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পান ২.৭৫ ভাগ টাকা। কিন্তু তাদের এই কোচিংয়ের সঙ্গে কোন ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে এই নিয়ম চালু করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্রীদের কেউ কেউ অসুস্থতা কিংবা অন্য কারণে কোচিং করতে না পারলে, তাদের থেকেও উক্ত টাকা আদায় করা হয় বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেন। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কতিপয় প্রভাবশালী শিক্ষক গতকাল বুধবার স্কুলের প্রধান শাখা ও আরও ৯টি শাখার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের নিকট থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৯টি শাখাতেই চলে ব্যাপকহারে অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য।

এদিকে ডা. মজিবুর রহমান হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত সাহেব, টিপু, নূপুর ও হানিফকে দ্বিতীয় দফা ডিবি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল আরও ২ দিনের রিমান্ডে নেয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগম বলেন, অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তি বাধা দেয়ার এবং কতিপয় গভর্নিং বডির সদস্যের সুপারিশ অনুযায়ী ভর্তি না করায় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে গভর্নিং বডির কতিপয় সদস্য জড়িত। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে তার দায়িত্ব নেয়ার আগেই বৃত্তির টাকা নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো জানান, প্রায়ই অভিভাবকেরা বৃত্তির টাকা উঠানো নিয়ে হয়রানি করার অভিযোগ করতেন। এই ব্যাপারে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নেয়ায় বৃত্তির টাকা প্রদান নিয়ে অনিয়ম অনেক দূর হয়েছে।